আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ তিন বিএনপি নেতা গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, অবিস্ফোরিত ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ সাবেক ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আব্দুল হান্নানসহ তিন বিএনপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাফিদুল ইসলাম প্রামাণিক।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকার মৃত বদর উদ্দীনের ছেলে আব্দুল হান্নান (৪৫), রবিউল ইসলামের ছেলে শামিম হোসেন (৪৭) ও মনিরুল ইসলামের ছেলে লাল্টু রহমান (৪০)। তারা তিনজনই বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি অবিস্ফোরিত ককটেল বোমা, ৩টি ফালা, ১টি হরিণের চামড়া ও ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার সকালে আটকৃত তিন আসামিসহ উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নাশকতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তি ছত্রপাড়া এলাকায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ অবস্থান করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি ককটেল বোমা, ৩টি ফালা ও ১টি হরিণের চামড়া উদ্ধার করে যৌথবাহিনী। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, দেশীয় অস্ত্র, ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদের চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরনিদ্রায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কুদ্দুস

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের খোরদ গ্রামের গর্ব, মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কুদ্দুস (৬৮) আর নেই। তিনি গত বুধবার দিবাগত রাতে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে খোরদ কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর দাফন সম্পন্ন করা হয়। দাফন কার্যক্রমে জাতীয় পতাকা অর্পণ, গার্ড অব অনারসহ রাষ্ট্রীয় সব আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে পালন করা হয়। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সালামি প্রদানের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন মেয়ে, দুই ছেলে এবং বহু গুণগ্রাহী রেখে যান।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কুদ্দুস দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে পরিবার-পরিজন, স্থানীয় জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধা মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দাফন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) অশীষ কুমার বসু, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং এলাকার অসংখ্য সাধারণ মানুষ। সবাই বীর মুক্তিযোদ্ধার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া বাজারে ভাই ভাই ট্রেডার্সে চুরি

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া বাজারে ভাই ভাই ট্রেডার্সে চুরি হয়েছে। ৫০ হাজার টাকার মালামালসহ ড্রয়ারের তালা ভেঙে কিছু নগদ টাকাও চুরি গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের হাটবোয়ালিয়া বাজারে প্রধান সড়কের লালব্রিজ এলাকায় অবস্থিত মেসার্স ভাই ভাই ট্রেডার্সে দুর্সাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত ২৬ নভেম্বর বুধবার দিনগত রাতে দোকানের পিছনের দিক দিয়ে টিন কেটে প্রবেশ করে চোরচক্র। পরে তারা দোকানে থাকা সিনজেনটা ও বায়ার কোম্পানির কীটনাশকসহ নগদ অর্থ চুরি করে নিয়ে যায়।
স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, তিন মাস আগেও একই দোকানে একই কায়দায় চুরি হয়েছিল।

এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ভাই ভাই ট্রেডার্সের মালিক সুজন আলী জানান, গোডাউনের টিনের চাল কেটে ভিতরে প্রবেশ করেছে চোরচক্র। ৫০ হাজার টাকার অধিক মালামাল ও ড্রয়ারে থাকা কিছু খুচরা টাকা চুরি গেছে। এব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ করছি।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানা কর্তৃপক্ষ জানান, এই চুরির ঘটনার অভিযোগ পেয়েছি। তিনটি আন্তজেলা সংযোগস্থলের কেন্দ্র এই হাটবোয়ালিয়া বাজার। তাই চোরেরা চুরি সংঘটিত করে খুব সহজেই পার্শ্ববর্তী জেলায় লুকিয়ে পড়ে। আমরা এই সক্রিয় চোরচক্র ধরার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

আলমডাঙ্গায় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ

ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে এই উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আশীষ কুমার বসুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. দীনু বন্ধু সাহা। বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মাহামুদুল হাসান, আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যাপক ড. মাহবুব আলম, আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা জামায়াত সেক্রেটারি মামুন রেজা, এবি পার্টির রাকিব হাসান প্রমুখ।

“দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ হবে উন্নতি”এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রধান অতিথি বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির আদিম স্লোগান ছিল ‘গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ’। তাই মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামের খামারিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গবাদি পশু পালনে উদ্বুদ্ধ করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। চলমান অর্থনীতিতে আমরা মাছ, মাংস, ডিম, দুধের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছি। উর্বর কৃষিজমিতে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পশুপালনও এগিয়ে চলছে।

আলমডাঙ্গার ইটভাটা মালিকদের আতঙ্ক, অধিকাংশ ইটভাটার নেই বৈধ অনুমোদন

আলমডাঙ্গা ইটভাটা মালিকেরা উচ্ছেদ অভিযান ও আর্থিক ক্ষতির ভয়ে আতঙ্কে দিন যাপন করছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চারটি ইটভাটা উচ্ছেদ হওয়ার দৃশ্য দেখার পর আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাটা মালিক ও দিন মজুর শ্রমিকরা দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। অধিকাংশ ইটভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন বৈধ অনুমোদন না থাকায় এই আতঙ্কের প্রধান কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলায় মোট ৮৩টি ইটভাটা রয়েছে, যার মধ্যে আলমডাঙ্গা বৃহত্তর উপজেলায় ২০টি ইটভাটা অবস্থিত। প্রতিটি ইটভাটায় গড়ে ৩০০ শ্রমিক, গাড়ি চালকসহ লেবার ও ব্যবসায়ীদের সাথে মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত।

ইটভাটার প্রস্তুতি, অবকাঠামো, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং জ্বালানি ব্যবহারের বিষয়গুলো ২০১৩ সালের আইন ও ২০১৯ সালের সংস্কার অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত। ২০২২ সালে সংযোজন করা হয়েছে, যদি কোনো ইটভাটা ৫০০ মিটারের মধ্যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে থাকে, তবে তার অনুমোদন বাতিল করা হবে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর ইট পোড়াতে গাছের খড়ির পরিবর্তে কয়লা ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন।

আলমডাঙ্গার ২০ জন ইটভাটা মালিক বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। আলমডাঙ্গা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি আসিরুল ইসলাম সেলিম বলেন, এই মরসুমে ইটভাটায় ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছি। যদি ইটভাটা বন্ধ বা উচ্ছেদ করা হয়, তাহলে আমি ও আমার শ্রমিকরা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ব।

আলমডাঙ্গায় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

আলমডাঙ্গায় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় পত্রিকার আলমডাঙ্গা কার্যালয়ে কেক কেটে ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সময়ের সমীকরণ পত্রিকার আলমডাঙ্গা ব্যুরো প্রধান খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, দৈনিক মাথাভাঙ্গার ব্যুরো প্রধান রহমান মুকুল, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার ব্যুরো প্রধান প্রশান্ত বিশ্বাস, দৈনিক খাসখবরের ব্যুরো প্রধান তানভীর সোহেল, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যুরো প্রধান আতিক বিশ্বাস, দৈনিক লোকসমাজের আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি ফিরোজ ইফতেখার, দৈনিক মাথাভাঙ্গার সহকারী ব্যুরো প্রধান শরিফুল ইসলাম রোকন এবং দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের সহকারী ব্যুরো প্রধান রানা আফিন্দি।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম পিন্টু, কবি গোলাম রহমান, কবি সিদ্দিকুর রহমান, কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, জাহাঙ্গীর আলম, কিশোর কারনিকসহ আরও অনেকে।

আলমডাঙ্গা পৌর ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের

অভিযোগ

আলমডাঙ্গার পৌর ভূমি কর্মকর্তা রেজাউল হকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ ও ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বেলগাছি এলাকার ভুক্তভোগী মিঠু আলী। এ ঘটনায় তিনি সোমবার রাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লিখিত অভিযোগ করেন।

মিঠু আলী জানান, বেলগাছি মৌজার আরএস খতিয়ান নং ১০৪৪ ও খারিজ খতিয়ান নং ২৫–৭৭১৯–সহ একাধিক দাগে মোট ৩.৫২ একর জমি তাঁদের পারিবারিক সরিকানা অংশ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখলে রয়েছে। এই জমির ওয়ারিশসূত্রে তাঁরা আটজন অংশীদার।

তিনি আরও বলেন, আরএস ১০৪৪ নং খতিয়ানে মৃত কুবের মন্ডলের ছেলে ওমর আলী ও ঝুমর আলীর অংশ ছাড়াও শহিদুল, ঝড়ি বিবি, শাহেদা খাতুন, কফিরন নেছা, আফিরন নেছা ও রুপজান নেছার নাম নিয়মিতভাবে রেকর্ডভুক্ত রয়েছে। অন্যদিকে খারিজ খতিয়ান ২৫–৭৭১৯–এ বিপ্লব হোসেন গং-এর নাম রয়েছে।

মিঠু আলীর অভিযোগ, ২০১১ সালে একই এলাকার শাহিন রেজা গোপনে আফিরন নেছার কাছ থেকে ১৬ শতক সরিকানা জমি ক্রয় করেন। পরে তিনি আদালতে দখলে পিটিশন মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তের দায়িত্ব পান আলমডাঙ্গা পৌর ভূমি কর্মকর্তা রেজাউল হক। চলতি বছরের ২৮ আগস্ট সরেজমিন তদন্তে গেলে ভূমি কর্মকর্তা তাঁদের বা অন্যান্য অংশীদারদের না জানিয়ে একতরফাভাবে তদন্ত পরিচালনা করেন এবং প্রতিবেদন আদালতে পাঠান। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালত বিবাদীপক্ষকে আবাদি ফসল (ধান) কেটে নেওয়ার অনুমতি এবং আগামী ৩০ নভেম্বর দুই পক্ষকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

মিঠু আলী অভিযোগ করেন, ভূমি কর্মকর্তার পক্ষপাতমূলক ভূমিকার কারণেই আমাদের বৈধ জমি অন্যপক্ষ কেটে নিচ্ছে। এতে আমরা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছি।যাহাতে পূন:তদন্ত করে আমার জমির ফলানো ফসল ফিরে পাই এবং সুস্থ তদন্তের মাধ্যমে নিরপেক্ষ সঠিক বিচার পাই তার জন্য আলমডাঙ্গা ভূমি কর্মকর্তা ও পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন আলম কনক আর নেই

আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন আলম কনক (৪৮) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পৌর এলাকার একটি বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিবার জানায়, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে হার্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন কনক। ঢাকাসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েও পুরোপুরি সুস্থ হননি। রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানান, তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাইফুদ্দিন আলম কনক আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার কোর্টপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। বর্তমানে তিনি স্টেশনপাড়ায় পরিবারসহ বসবাস করছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

তার মৃত্যুতে জেলা ও উপজেলা বিএনপিসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরিফ শোক প্রকাশ করে বলেন, “বাল্যকাল থেকেই তিনি বিএনপির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তার মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।”

এছাড়া গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আকতার হোসেন জোয়ার্দার, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল রহমান রোকন, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুল হক পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওলটুসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।

আলমডাঙ্গায় শিকারীর হাত থেকে ১৮টি দেশি ঘুঘু উদ্ধার

আলমডাঙ্গায় শিকারীদের হাত থেকে ১৮টি দেশি প্রজাতির ঘুঘু পাখি উদ্ধার করেছে আলমডাঙ্গা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ যুব সংস্থা। গত শনিবার দুপুরে উপজেলার হাড়গাড়ি এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সংস্থার সদস্যরা অভিযান চালিয়ে পাখিগুলো উদ্ধার করেন।

গতকাল রবিবার সকাল আনুমানিক ১০টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে ঘুঘু পাখিগুলোকে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়। অবমুক্ত করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশীষ কুমার বসু।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সদস্য সাঈদ এম হিরোন, উপদেষ্টা সাদ্দাম খান, সাংগঠনিক সম্পাদক আরাফাত রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, দপ্তর সম্পাদক আল রাব্বি, কোষাধ্যক্ষ আতিকুজ্জামান মেরাজ, সদস্য স্বাধীন আহমেদ, নাসিম, সিয়াম, রবিন, রাব্বি, তীব্র, বাদশা ও অন্যান্য সক্রিয় সদস্যরা।

স্থানীয়দের বরাতে জানা যায়, যশোর এলাকার একটি শিকারী চক্র বাঁশের লাঠির মাথায় ঝুলন্ত খাঁচায় মা ঘুঘুকে আটক করে রাখে। মা ঘুঘুর করুণ ডাক শুনে অন্য ঘুঘু পাখি খাঁচার ভেতরে প্রবেশ করলেই আটকা পড়ে যায়। শনিবার দুপুরে তিনজন শিকারী একই কৌশলে ঘুঘু শিকার করছিল।

হাড়গাড়ি গ্রামের সচেতন নাগরিক জাহিদুল ইসলামের ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সংস্থার সদস্যরা শিকারীদের ধরতে গেলে শিকারীরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। ধাওয়া দিলে দুইজন শিকারী ১৮টি ঘুঘু পাখি ও শিকারের সরঞ্জাম ফেলে পালিয়ে যায়। অপর শিকারী তার ধরা ঘুঘু ও সরঞ্জাম নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

উদ্ধার করা ঘুঘু পাখিগুলোকে সংস্থার সদস্যরা রাতভর সুরক্ষায় রেখে পরদিন উপজেলা পরিষদ চত্বরে অবমুক্ত করেন।

সংস্থার সদস্যরা বলেন, “বন্যপ্রাণী আমাদের পরিবেশের অংশ। শিকারী চক্রকে থামাতে সমাজের প্রতিটি মানুষের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।”

আলমডাঙ্গায় গণ-অধিকার পরিষদের এমপি মনোনীত প্রার্থীর গণসংযোগ

আলমডাঙ্গায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে গণ-অধিকার পরিষদের এমপি মনোনীত প্রার্থী এ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান গণসংযোগ করছেন।

গতকাল শনিবার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নে, নুরুল হক নূরের নেতৃত্বে গণ-অধিকার পরিষদের চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ট্রাক মার্কার মনোনীত প্রার্থী এ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্বাচনের আগে কোন প্রকার হাঙ্গামা বা বিশৃঙ্খলা করা যাবে না। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে, ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি করা যাবে না।

গণসংযোগের সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা গণ-অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব ইবনুর রশিদ মাসুক,

যুগ্ম আহ্বায়ক মুজিবুল মেম্বার, যুব অধিকার পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান হিরন, আলমডাঙ্গা যুব অধিকার পরিষদের প্রস্তাবিত সদস্য সচিব আব্দুল মমিন,

এছাড়াও আরও অনেক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে প্রার্থী কুমারী ও হারদি বাজারে গণসংযোগ করেন এবং উপস্থিত মানুষের সাথে কুশল বিনিময় ও দোয়া প্রার্থনা করেন।